আধুনিক
শিশুরোগ চিকিৎসা

ডা. মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞগনের কিছু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুরোগ প্রতিকারে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভূমিকা ৩

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর শরীর সৃষ্টি তত্ত্ব ৫

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুর সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহ ৮

পঞ্চম অধ্যায়

"শিশুর স্থূলশরীর" ১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর স্থূলদেহের ক্রমবিকাশ ১৩

১) মহা বৃহস্পতি গ্রন্থি ১৪

২) মহাবুধ গ্রন্থি ১৭

৩) মহা চন্দ্র গ্রন্থি ২১

৪) মহামঙ্গল গ্রন্থি ২৬

৫) মহারবি গ্রন্থি ৩০

৬) মহাশুক্রগ্রন্থি ৩৩

৭) মহাশনিগ্রন্থি ৪০

৮) মহারাহুগ্রন্থি ৪৪

৯) মহাকেতু গ্রন্থি ৪৬

সপ্তম অধ্যায়

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক গ্রন্থি সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের তালিকা৫১

অষ্টম অধ্যায়

গ্রহনক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষনে প্রতিটি মহাগ্রন্থির অন্তর্গত মূখ্যগ্রন্থি সমূহ রচনা ও ক্রমবিকাশের তালিকা ৫৭

নবম অধ্যায়

আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিকোনে শিশুর ভ্রূনাবস্থার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ৬৫

দশম অধ্যায়

শিশুর সংবিধান ৮৮

একাদশ অধ্যায়

শিশুর মানসিকতা ৯২

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিশুর খাদ্য ১০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব দেহের উপাদান ১০২

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্যের পরিপাক ও বিপাকক্রিয়া ১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্যের উপাদান ১০৫

প্রথম অধ্যায়

খাদ্য ক্যালরি ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রান ১১২

ভিটামিন 'বি' ১১৫

ভিটামিন বি ওয়ান (থিয়ামিন) ১১৬

ভিটামিন বি-টু (রিবোফ্লেবিন) ১১৭

ভিটামিন বি-সিক্স্ (পাইরিডক্সিন) ১১৮

ভিটামিন বি-টুয়েলভ (কোবালামিন) ১১৯

ভিটামিন-সি (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড্) ১২২

ভিটামিন-ডি (ক্যালসিফেরল) ১২৫

ভিটামিন 'ই' (টোকোফেরল) ১২৭

ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) ১২৭

ভিটামিন—কে ১২৮

সপ্তম অধ্যায়

মানব দেহে খনিজ পদার্থ ১৩১

লোহা (আয়রন) ১৩৩

ক্যালসিয়াম ১৩৫

ফসফরাস ১৩৬

আয়োডিন ১৩৭

সোডিয়াম ১৩৮

পটাশিয়াম ১৩৯

ম্যাগনেসিয়াম ১৪০

তামা ১৪১

সালফার ১৪১

ক্লোরিন ১৪১

অষ্টম অধ্যায়

শিশুর বিভিন্ন বয়সে পুষ্টির চাহিদা ১৪২

নবম অধ্যায়

শিশুর নিষিদ্ধ খাদ্য ১৫০

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিশুর রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা ১৫২

এলোপ্যাথিক মতে ১৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগ প্রনালী ১৫৬

"হোমিওপ্যাথিক মতে" ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

২। প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগ প্রনালী ১৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

এলোপ্যাথিক মতে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহনে অস্বীকৃতি আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ কিনা? ১৬২

পঞ্চম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক মতে প্রতিষেধক ব্যবস্থা স্বীকারের আবশ্যকতা বিষয়ে আবেদন ১৬৩

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিশুর পরিচর্যা ১৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

গর্ভাবস্থায় করনীয় ১৬৮

শিশুর স্নান	১৭২
শিশুর কিছু বদ অভ্যাস	১৭৪
শিশুর অসুখ বিশুখ ও তার চিকিৎসা	১৭৬
শিশুরোগ চিকিৎসা	
সদ্যোজাত মৃতবৎ শিশু	১৭৬
শিশুর নাভি রোগ	১৭৭
শিশুর মাই না ধরা	১৭৮
সদ্যোজাত শিশুর মূত্রবন্ধ	১৭৮
শিশুর নীলরোগ	১৭৯
শিশু ন্যাবা	১৭৯
ধনুষ্টঙ্কার অথবা পেঁচোয় পাওয়া	১৮০
হাম	১৮০
শিশুর চক্ষুপ্রদাহ	১৮১
শিশুর কান পাকা	১৮১
শিশুর ক্রন্দণ	১৮২
তড়কা	১৮৩
কর্ণশূল	১৮৫
শিশুদিকের একজ্বর বা স্বল্পবিরাম জ্বর	১৮৫
সামান্য জ্বর	১৮৬
শিশুর ব্রঙ্কাইটিস	১৮৭
শিশুর নিউমোনিয়া	১৮৭
নিয়োমোনিয়ার দুইটি বিশেষ লক্ষণ	১৮৮
শিশুর দন্তোৎগমকালীণ পীড়া	১৮৮
শিশুর দুগ্ধবমন	১৮৯
শিশু কলেরা	১৮৯
উদরাময়	১৯২
শয্যায় মূত্রত্যাগ	১৯৪
শিশু যকৃৎ	১৯৪
শিশু প্লীহা	১৯৪
শিশুর মুখে ঘা	১৯৬
শিশুর সর্দিকাশি	১৯৮
কোষ্ঠকাঠিণ্য	১৯৮
শিশুর পেটকামড়ানি	১৯৯
শিশুর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়	১৯৯
মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়	২০০
মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতাজনিত বিকার	২০০
মেরুমজ্জার জলসঞ্চয় হেতু বিভাজিত মেরু	২০১
পক্ষাঘাত	২০১
মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাত	২০১
শিশুর রক্তবমন বা রক্তপিত্ত	২০২
হেঁচকি /হিক্কা	২০২
দাঁত ওঠা	২০৩
দাঁতে পোকা	২০৩
দাঁত কপাটি	২০৩
নাক লাল হওয়া	২০৪
নাক ফুলে ওঠা	২০৪
নাকে ঘা	২০৪
নাকে পূঁজবটি	২০৪
নাসিকা প্রদাহ	২০৪
নাসিকার মূলদেশে চাপ বোধ	২০৫
নাকদিয়ে রক্ত পড়া	২০৫
নাক বুজে যাওয়া বা সেঁটে ধরা	২০৫
হাঁপানি	২০৫
প্লুরিসি	২০৫
হুপিং কাসি	২০৬
অক্ষুধা	২০৬
রাক্ষুসে ক্ষুধা	২০৭
উপাঙ্গ প্রদাহ	২০৭
অজীর্ন	২০৭
জিয়ার্ডিয়া	২০৭
মুখ দিয়ে জল ওঠা	২০৭
অন্ত্রপ্রদাহ	২০৮
ক্রিমিদোষ	২০৮
প্রস্রাবের বর্ণবিকৃতি	২০৮
রক্ত প্রস্রাব	২০৮
তোতলামি	২০৯
খুঁড়িয়ে হাঁটা	২০৯
অযথা বাড়	২০৯
অন্ত্রবৃদ্ধি	২০৯
হারিস বার হওয়া	২১০
একশিরা	২১০
শিশুর অন্ডকোষ না নামা	২১০
শিশুর ব্রহ্মতালু জোড়া না লাগা	২১০
শিশুর স্তন ফুলে ওঠা	২১০
শিশুর গ্রন্থি প্রদাহ	২১১
শিশুর আব (টিউমার)	২১১
শিশুর তিল ও জড়ুল	২১১
শিশুর আঁচিল	২১১
শিশুর দেহে ঘা	২১২
শিশুর হেজে যাওয়া	২১২
শিশুর টিকা	২১২
শিশুর ঘামাচি	২১২
শিশুর চুলকানি	২১৩
শিশুর পোড়ানারাঙ্গা	২১৩
শিশুদের চর্মরোগ	২১৪
শিশুর গায়ের চামড়া উঠে ক্ষত হওয়া	২১৫
শিশুর ফোঁড়া	২১৫
শিশুর ওষ্ঠব্রণ	২১৫
শিশুর শীত-ফাঁটা	২১৬
শিশুর মাথায় খুস্কি	২১৬
শিশুর টাক পড়া	২১৬
শিশুর কেশপতন	২১৬
শিশুর মাথায় উকুন	২১৬
শিশুর চোখে আঞ্জনী	২১৭
শিশুর কানের ভেতর গ্যাজ	২১৭
শিশুর কানে খোল	২১৭
নাভি রোগ	২১৮
শিশুর চোখ প্রদাহ	২১৮

গা-চুলকানো	২১৯
মাসীপিসী/কৃত্রিম হাম	২২০
হাম	২২০
অনিদ্রা	২২৩
বমন	২২৪
পেট ফাঁপ	২২৫
আমাশয়	২২৬
কর্ণমূল প্রদাহ/কান গলা ফোলা	২২৮
আমবাত	২২৯
পাঁচড়া	২৩১
ডিফথেরিয়া	২৩২
ইনফ্লুয়েঞ্জা	২৩৪
সবিরাম জ্বর	২৩৬
শিশুদের কালাজ্বর	২৩৭
শিশুদের টাইফয়েড	২৩৮
কাশি	২৩৯
ঘুংড়ি কাশির চিকিৎসা	২৪২
পেট বেদনা	২৪৪
মূত্র অবরোধ	২৪৫
(প্রকৃত রোগ নির্ণয়ে ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভূমিকা এবং এস্ট্রোহোমিও চিকিৎসাবিজ্ঞান)	২৪৬
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির আবিস্কারক ও প্রতিষ্ঠাতা	২৪৮
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী	২৪৯
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ও মাত্রা	২৫৩
চিকিৎসা ও জ্যোতিষী	২৭৬
রাশি ও তার অধিপতি	২৭৬
নক্ষত্র ও তার অধিপতি	২৭৭
গ্রহ ও তার স্থান	২৭৮
রাশির বিভিন্ন সংজ্ঞা	২৭৮
রাশি ও গ্রহের বল	২৭৯
শুভাশুভ গ্রহ	২৭৯
গ্রহের উচ্চ ও নীচস্থান	২৮০
ঋতু বল	২৮০
শরীর গঠন	২৮০
মানব দেহ ও গ্রহের আধিপত্য	২৮১
নক্ষত্রের দ্বারা শরীরের বিভাগ	২৮২
দেহের স্বাভাবিক অবস্থা	২৮৩
দ্বাদশ ভাব ও বিচার্য স্থান	২৮৩
স্বাভাবিক স্বাস্থ্য	২৮৪
চন্দ্র গ্রহের সহিত অন্য গ্রহের সংযোগে	২৮৫
রাশি ও শারীরিক অবস্থা	২৮৬
গ্রহের রোগ	২৯০
রাশির রোগ	২৯১
রাশি বিশেষে গ্রহের রোগ	২৯২
পতাকী চক্র	৩০৫
অস্ত্রোপচার	৩১৫
মানসিক রোগ	৩১৫
উন্মাদ রোগ	৩১৬
গ্রহের রোগ কারকতা	৩১৬
রোগের ভোগকাল	৩১৭
গ্রহগোচর	৩১৭
কয়েকটি রোগের কারণ	৩২২
ক্ষয়রোগ	৩২৫
অর্শ	৩২৯
কুষ্ঠ ব্যাধি	৩৩০

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুরোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা	৩৩১
শিশুরোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা সূচী	৩৩১
একোনাইট নেপিলাস	৩৪৩
ওষুধের সংবিধান	৩৪৩
আর্সেনিক এলবাম	৩৪৫
অরম মেটালিকাম	৩৪৭
নাক্স ভমিকা	৩৪৯
ভিরেট্রাম এলবাম	৩৫১
পাল্‌সেটিলা	৩৫২
লাইকোপোডিয়াম	৩৫৪
কার্বের্বাভেজ	৩৫৬
বেলেডোনা	৩৫৭
জেলসিমিয়াম	৩৫৯
ব্রাইওনিয়া	৩৬১
মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস	৩৬২
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৩৬৪
চায়না	৩৬৬
আর্জেন্টম মেটালিকাম	৩৬৭
এন্টিম ক্রুডাম	৩৬৮
ইস্কিউলাস	৩৭০
থুজা	৩৭১
এলোসকোট্রিনা	৩৭২
ব্যাপ্টি সিয়া	৩৭৪
ব্যারাইটা কাবর্ব	৩৭৫
চেলিডোনিয়াম	৩৭৬
কোনিয়াম	৩৭৭
ককুলাস ইণ্ডি কাস	৩৭৯
গ্রাফাইটীস	৩৮০
রডডেন্ড্রন	৩৮২
সালফার	৩৮৩
সিপিয়া	৩৮৫
ষ্ট্র্যামোনিয়াম	৩৮৭
এসিড্ ফস	৩৮৯
লিডাম	৩৯০
হিপার সালফ	৩৯২
রেপার্টারী	৩৯৪
ক্লিনিক্যাল অধ্যায়	৪১৪

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞগনের কিছু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

উন্নতমানের চিকিৎসাকার্য্য পরিচালনা করতে হলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞগনের জ্ঞান শুধু রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখলেই হবে না, তাতে চিকিৎসার ফল আপাত মধুর হলেও তা সুদুর পরাহত হয়ে থাকে। শিশুদের প্রকৃতি, মানসিকতা, বংশানুক্রমিক ধারা, তাদের সঠিক পরিচালনার জন্য উপযোগী পথ্য ও খাদ্য, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিচর্য্যা, তাদের সঙ্গে অভিভাবকবৃন্দের আচার আচরণ ও কর্তব্য ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সঠিক জ্ঞান আহরণ করাও প্রত্যেক শিশুবিশেষজ্ঞের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য।

শিশু চিকিৎসার ব্যাপারে একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কোটি কোটি শিশুর মধ্যে জগতে এমন একটি শিশুও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সর্বদিক থেকে অপর একটি শিশুর সমান। সমষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে যতই মিল থাকুকনা কেন ব্যষ্টিগত বিচারে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাতন্ত্রতা ও প্রভেদ থাকবেই। বিচক্ষণ শিশু চিকিৎসকের কর্তব্য সেই ব্যক্তিগত প্রভেদ বা বৈশিষ্টের অনুসন্ধান করা যা শিশুকে সমষ্টিগত শিশু থেকে পৃথক করেছে। উত্তম পর্য্যবেক্ষক হলে বোঝা যায় যে সমষ্টিগত স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশু থেকে প্রতি ব্যষ্টিগত শিশুকে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহই বিচ্যুত করে রেখেছে। সুতরাং ঐ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলির বিজ্ঞান সম্মত সমাধান করতে পারলেই ব্যষ্টিগত শিশুরা সমষ্টিগত শিশুর স্বাভাবিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে সমর্থ হবে।

যেহেতু প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান সুতরাং তাদের যথাযথ চিকিৎসা ও সুষ্টু পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশাবলী ও ঐ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বিশেষ শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রকারের হবে। তাদের খাদ্য পানীয় পথ্য ও ওষুধ নির্বাচন সবই ঐ বিশেষ বৈশিষ্টকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিশুর চিকিৎসা খাদ্যপানীয় পথ্যাদির ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র হবে। চিকিৎসা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্টের বিভিন্নতা সত্বেও প্রত্যেক শিশুর একই প্রকার ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলী অবৈজ্ঞানিক ও দোষবহ।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিশুরোগ চিকিৎসকের বিশেষ কোন পদ্ধতির উপর অন্ধ অনুরাগ অহিতকর। যেখানে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করছে হাজার হাজার গোলাপকুসুমের ন্যায় নিস্পাপ শিশুর কোমল প্রাণ তথা শিশুর দেব অথবা পশুমানবে পরিণত হওয়া এবং দেশ ও জাতীর ভবিষ্যৎ, সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ কর্তব্যে অবহেলা বা অসতর্কতা শুধুমাত্র অনৈতিক কর্ম্মই নয় একটি ঘৃণ্যতম অপরাধও বটে। তাই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত চিকিৎসকের লক্ষ শুধু সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগি চিকিৎসা পদ্ধতিকেই নয়, শিশুকে দেবমানবে পরিণত করার উপযোগি সর্বাধিক বিজ্ঞান সম্মত প্রকৃতি নির্দিষ্ট নির্দোষ ও সঠিক পদ্ধতিটিকেই বাছাই করে নিতে হবে।

শিশুচিকিৎসকের প্রধান উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শিশুর শরীরকেই ব্যাধিমুক্ত করা নয়, শিশুকে মানসিক, শারীরিক আত্মীক ইত্যাদি সার্বিক স্তরের সর্বপ্রকার বিকৃত অবস্থা থেকে নির্দোষরূপে মুক্ত করে তাদের হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করাই শিশুচিকিৎসরে প্রধানতম এবং একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর মধ্যে যে পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য সফল হয় সংস্কার শূন্যমন নিয়ে শিশুকে সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

জীবের জড়দেহই যে শেষকথা নয়, শারীরিক কষ্টকর উপসর্গগুলি যে জড়দেহের অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম শক্তির বিশৃঙ্খলতার স্থূল শরীরে বহিঃপ্রকাশ মাত্র, রোগশক্তি দ্বারা প্রথমে এই শক্তিই আক্রান্ত হয়, জীবের যখন রোগমুক্তি ঘটে তখন চিকিৎসা দ্বারা প্রথমে এই শক্তিই আরোগ্যলাভ করে, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে রোগ আরোগ্য করতে হলে কেবলমাত্র শরীরেরই নয় শরীরস্থ এই শক্তিরই সাম্যতা চিকিৎসা দ্বারা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, প্রকৃতির রোগ আরোগ্যর এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ বিভিন্ন প্রকার

চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতেই অবগত ও মাননীয়।

জীবের অন্তরস্থ সূক্ষ্মশক্তি সক্রিয় শক্তি স্থূল ভেষজের মধ্যেও অনুরূপ সূক্ষ্মশক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। দুই বিপরীতধর্মী বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষ বা মন্থনের সাহায্যে বস্তুর অনুপরমানুকে ক্রমশঃ বিভক্তিকরণের দ্বারা ভেষজের অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত সূক্ষ্ম শক্তিকে সক্রিয় করা সম্ভব (Law of reaction)। সক্রিয় শক্তিকে একমাত্র সক্রিয় শক্তি দ্বারাই প্রভাবিত করা সম্ভব। স্থূল বস্তু দ্বারা সক্রিয় শক্তি প্রভাবিত হতে পারে না। একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বস্তুর সূক্ষ্ম শক্তিকে সক্রিয় করে (Law of drug dynamis ation) প্রয়োগ করার নির্দেশ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ্ম সক্রিয় শক্তিই জড়দেহের অন্তর্গত সূক্ষ্ম সক্রিয় শক্তির ক্রটি বিচ্যুতি প্রতিবিধান করে হৃতস্বাস্থ্যের সার্বিক ভাবে পুনরুদ্ধারে সক্ষম। অপর কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই সক্রিয় শক্তি সম্পর্কে অবহিতও নয় পালনীয় ও নয়। তারা কেবল স্থূল ভেষজ দ্বারা স্থূল শরীরের বিকৃতি মেরামতেই ব্যস্ত। ফলে গাছের পাতায় জল ঢালার মত সাময়িক ভাবে স্থূলশরীরের বিকৃতির উপশম হলেও রোগের মূল কারন কিন্তু অচিকিৎসিত রয়েই যায়। পরবর্তী কালে এর ফল হয় আরও ভয়ানক। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রোগ আরোগ্য ও ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির নির্দেশাবলী সর্বাধিক নির্ভর যোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত।

আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে সর্বাধুনিক, সর্বাধিক বিজ্ঞান সম্মত সর্বশেষ আবিস্কৃত পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পদ্ধতি হল হোমিওপ্যাথি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম বিকাশ ঘটেছে এই পদ্ধতিতে। শিশুরোগ বিজ্ঞানী যে পদ্ধতির মতাবলম্বী হোন না কেন হোমিও প্যাথিক চিন্তাধারা মাথায় রেখেই তাকে অগ্রসর হতে হবে নচেৎ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসাকার্য্য চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ এজন্মের বিকৃত দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কাছে তারা কখনও ক্ষমা পাবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুরোগ প্রতিকারে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভূমিকা

বর্তমান বিজ্ঞানের প্রসার প্রচার ও উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু অগ্রগতি ঘটেনি একবিন্দু। তাই নিত্যই দেখা যায় আজ যে সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত হচ্ছে আগামী কাল সেই সিদ্ধান্তই আবার ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন ও পরিত্যক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। এর প্রভাব সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষের জনসাধারণ এখন কাল প্রভাবে সধর্মে বিতৃষ্ণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় মোহান্ধ হওয়ায় তারাই এর ধবংসাত্মক ক্রিয়ার শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বিদেশী ভাষায় সমৃদ্ধ বাক্ আড়ম্বর পূর্ণ তথ্যাবলীমাত্রই যে বৈজ্ঞানিক সত্য আর ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার বাগাড়ম্বরহীণ তথ্য অনুসরণকারীদের প্রদত্ত তত্ত্বাদি যে অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বরং তদ্বিপরীত ধারনার মধ্যেই যে লুকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞানের চরম সত্য, বর্তমান বারত বাসীকে একদিন তা বুঝতেই হবে। আর সেইদিন থেকেই সম্ভব হবে ভারতের লুপ্তগৌরব পুনঃউদ্ধারের পালা।

যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করলে দেখা যাবে আধুনিক কালে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যা আর্য্য ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির চরম সত্য আর্য্যঋষিগণ তাদের গভীর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করে জগতে প্রকাশ করেছেন, তাই বেদবাক্য সতঃসিদ্ধ। শিশুরোগ প্রতিকার ও তাদের পরিচর্য্যার মত দায়িত্ব পূর্ণ কর্ম্ম পরিচালনা করতে যে নীতি ও নির্দেশ পালিত হবে তা কতখানি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা অবশ্যই আর্য্যঋষি উক্ত বেদপুরানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া উচিৎ। যদি দেখা যায় কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বেদ-বেদান্তোক্ত তত্ত্ব থেকে অনেক খানিই সরে এসেছে তবে তা অন্তত শিশুদের ক্ষেত্রে কখনই গ্রহন যোগ্য নয়।

নির্দোষভাবে রোগ আরোগ্য করতে হলে সঠিক রোগ নির্ণয় করতেই হবে। কিন্তু কেবলমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন চিকিৎসকের পক্ষে সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ যাকে আমরা রোগ বলে মনে করি তা রোগের প্রকৃত স্বরূপ নয়, তা আসলে প্রকৃত রোগের অসংখ্য লক্ষণাবলীর মধ্যে জড়দেহে প্রকাশিত কতিপয় কষ্টকর উপসর্গ মাত্র। বেশীরভাগ রোগলক্ষণই অচেতন এবং অবচেতন মানসিক স্তরে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে যা কোন জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয় ঐ লক্ষণাবলী যখন তীব্রতর হয়ে মনের সচেতন অবস্থায় এসে উপনীত হয় তখন মানসিক লক্ষণের বিচার বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় রোগের স্বরূপ কিছুটা উপলব্ধি করা যায় বটে তবে তাও পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু যখন রোগ লক্ষণাবলী সচেতন মানসিক স্তর ভেদ করে স্থূল শরীরে বহিঃপ্রকাশিত হয়ে তার আময়িক (Patho Logical) পরিবর্তন ঘটায় কেবলমাত্র তখনই জড়বিজ্ঞানের স্থূলযন্ত্রপাতির সহায়তায় পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ সম্ভব হয় এবং ঐ পরিবর্তনের ফলে অনুভূত রোগীর কষ্টকর উপসর্গাবলীর বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান। রোগীর মানসিক স্তরে নিহিত সূক্ষ্ম লক্ষণাবলী এই বিজ্ঞানে অবিদিত থাকে। কেবলমাত্র বাহ্যশরীরে প্রকাশিত কয়েকটি লক্ষণাবলীকে কেন্দ্র করে প্রকৃত রোগের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে সম্পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয়। তাই একমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় যে রোগের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয় একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অভাব জ্যোতির্বিজ্ঞান অনায়াসেই পূরণ করতে পারে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমন্বিত জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সহায়তায় রোগীর মানসিক বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ অচেতন অবচেতন ও সচেতন স্তরে নিহিত সর্বপ্রকার লক্ষণাবলী পরিজ্ঞাত হওয়া তো সম্ভবই, এমন কি যে লক্ষণাবলী মানসিক স্তরেরও অতীত অর্থাৎ যা অদূরভবিষ্যতে দেখা দেবে এখনও দেখা দেয়নি জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সহায়তায় তারও যথাযথ স্বরূপ পূর্ব থেকে নির্ণয় করা সম্ভব। তাই সঠিক ভাবে রোগনির্ণয় করতে হলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে।

কিন্তু সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারলেই যে নির্দেষরূপে তা আরোগ্য করা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। জীবের জড়দেহই

যে একমাত্র চরম এবং শেষ কথা নয়, শারীরিক কষ্টকর উপসর্গ গুলি যে জড়দেহের অন্তরালে লুক্কায়িত সূক্ষ্ম শক্তির বিশৃঙ্খলার স্থূলশরীরে বহিঃপ্রকাশমাত্র, রোগীর রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করতে হলে যে শুধু স্থূলশরীরে প্রকাশিত উপসর্গগুলিরই নয়, তার প্রকৃত কারণ স্বরূপ ঐ সূক্ষ্মশক্তির সাম্যতা সম্পাদন করা প্রয়োজন, সঠিক রোগ আরোগ্যের এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্ব সমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রতিপালিত হয় সেই শাখার পদ্ধতি অনুরসণ করে ওষুধ প্রয়োগ করলেই সঠিক নির্ণীত রোগটি নির্দোষরূপে আরোগ্য করা সম্ভব হবে।

আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত সর্বশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞান হল হোমিওপ্যাথি। সমতত্ত্ব (Law of similea) প্রাণশক্তিবাদ (Doctrineof Vital Force) ভেষজ ক্রিয়াশীলতাবাদ (Doctrine of Drug-dynamisation) ইত্যাদি প্রকৃতির সঠিক রোগ আরোগ্যের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতেই অবগত স্বীকৃত ও পালনীয়।

গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র এই উভয় বিজ্ঞানেরই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অতিসূক্ষ্ম ধারায় প্রতিপাদ্য যা জড় বুদ্ধি বা স্থূল যন্ত্রপাতি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এরা যে একে অপরের পরিপূরক এবং পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত তা এদের তত্ত্বাদির তুলনামূলক সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই উভয় বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সংসাধিত চিকিৎসা পদ্ধতিই যে সঠিক রোগ আরোগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি প্রকৃতির এই সঙ্কেত এই উভয় বিজ্ঞানের গভীর দেশে প্রচ্ছন্নরূপে লুক্কায়িত রয়েছে। তাই এই বিজ্ঞানদ্বয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাররূপ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এষ্ট্রোহোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের চরম এবং সর্বাধিক বিকাশলাভ ঘটেছে। তাই শিশু রোগের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের যথাযত পরিচালনা ও রোগ নির্দোষ রূপে আরোগ্যের জন্য সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহন করাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রধান কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর শরীর সৃষ্টি তত্ত্ব
(Background of Child Material Body)

কারণ ছাড়া কোন কার্য্যই সংগঠিত হয় না। এই সুশৃঙ্খল জগতে প্রত্যেকটি কার্য্যের পেছনেই নির্দিষ্ট কারণ বর্তমান। জীবের পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ সৃষ্টিও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। বিভিন্ন সুশৃঙ্খল তত্ত্ব সমন্বিত শিশুর স্থূলদেহ রচনার পেছনেও অনুরূপ সূক্ষ্ম এক কারণ লোক বর্তমান। কিন্তু সেই কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক জড়বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত সঠিক কোন তত্ত্ব পরিবেশন করতে বা সদুত্তর দিতে সক্ষম হয় নি। অথচ যথার্থ শিশুরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিশুদেহের স্বরূপ তথা এর পেছনে অবস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও এর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরনের গুরুত্ব অসীম। রক্তমাংসে গড়া শিশুর জড় দেহটিই যে একমাত্র চরম এবং শেষ কথা নয়, এটা যে আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি বা হতে পারে না, কোন কার্য্যের পশ্চাতে সূক্ষ্ম কারণ লোক বর্তমান না থাকলে যে কোন জড়পদার্থ অপর একটি জড়পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে না, এই গভীর সত্যটা জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ কিছুতেই মানতে চান না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, এখানে তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঘটনাটি হল বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ডঃ মেঘনাথ সাহা একদিন কথা প্রসঙ্গে যোগীরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবকে জানান যে তিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন শক্তি (Gravitation Law) সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য আবিস্কার করেছেন। যোগীরাজ কর্তৃক তার আবিস্কৃত তত্ত্বের কার্য্যকারীতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান চুম্বকের লৌহ আকর্ষনে ন্যায় পৃথিবীরও সমস্তবস্তুকে আকর্ষণের একটা ক্ষমতা বা শক্তি রয়েছে যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে। এই শক্তি বলেই বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত ফল অন্যদিকে ছিটকে না গিয়ে মাটিতেই পড়ে বা উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত ইষ্টকাদিও পুনরায় ভূপৃষ্ঠের দিকেই ফিরে আসে। পরমহংসদেব একটি ইট উর্দ্ধে তুলে বলেন যে তোমার আবিষ্কার অনুযায়ী এটা যদি আমি ছেড়ে দি তবে মাটিতে পড়বে তো? ডঃ সাহা জোরের সঙ্গে বলেন "নিশ্চয়। যোগীরাজ ইটটা ছেড়ে দিলে দেখা গেল সেটা শূন্যেই রয়েছে। বিজ্ঞানবিদের তো চক্ষু স্থির! বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব তাকে বললেন, কি তোমার আবিস্কৃত বিজ্ঞান কি বলে? পশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বৈজ্ঞানিকের অহঙ্কার চূর্ণ হল। তিনি নত হয়ে পরমহংস দেবের কাছে প্রার্থনা করে জানতে চান যে এটা কি করে সম্ভব হল? তদুত্তরে পরম হংসদেব বলেন দেখ এসব তত্ত্ব তোমরা কেউই আবিস্কার করনি, জগতের সমস্ত কিছু তত্ত্ব যিনি আবিস্কার করেছেন সেই প্রকৃতি দেবীর কাছে একটু আব্দার করলাম যে মা এটা যেন এখানেই থাকে, তাই এটা এখানে রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন নিয়মের যখন ইচ্ছা পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তবে তিনি তা করেন না কারণ তাতে আমাদের বিশাল অসুবিধার সৃষ্টি হবে বলে। এটা আমাদের প্রতি তার করুনা বা কৃপা । মানুষ কি কখনও ঈশ্বরের কাজ করতে পারে গো! মানুষ কি কখনও এসব তত্ত্ব আবিস্কার করতে পারে না। তবে সঠিক সাধনা দ্বারা তার আবিস্কৃত নিয়ম বা তত্ত্বাদি মানুষ কিছু কিছু জানতে পারে। পূর্ণভাবে সঠিক তত্ত্ব অবগত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে পারলে তার ঈশ্বরত্বলাভই হয়ে যায়। তার নিয়মের যতই সত্যের দিকে এগোবে ততই দেখবে তা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম হয়ে গেছে, আর যতই অসত্যের দিকে যাবে ততই তা স্থূল থেকে স্থূলতম অবস্থায় দেখতে পাবে। তাই জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে কেবলমাত্র প্রকৃতির স্থূল তত্ত্বই অবগত হওয়া সম্ভব যাতে প্রকৃত সত্যের অংশ কমই রয়েছে। আসলে জগতে জড়পদার্থ বলে কিছুনেই। জ্ঞানের জড়তাবশতঃই বস্তুসকল আমাদের দৃষ্টিতে জড় বলে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের জড়তা অতিক্রম করলে জড়ের পেছনে অবস্থিত সূক্ষ্মশক্তি তথা জড়ের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করা যায়। সুতরাং যে কোন তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ বা চরমসত্য উপলব্ধি করতে হলে জড় অভিমান পরিত্যাগ করে দিব্যজ্ঞানের দিকে পা বাড়াতেই হবে। প্রকৃতি যে আধারে ক্রিয়াশীল তাকেই আমরা সাধারণতঃ জীব বলি, আর প্রকৃতি যে আধারে স্তব্ধ তা হল জড়। দিব্যদৃষ্টিতে জড়ের মধ্যে প্রকৃতির শক্তিকে সহজেই দর্শন করা যায়। জড়পদার্থে গঠিত শিশুর স্থূল শরীর সম্পর্কে চরমসত্য উপলব্ধি করতে হলে দিব্যদৃষ্টি ব্যাতীত স্থূল দৃষ্টির সহায়তা গ্রহণ করলে ভুল হবে। আবার অসুস্থ শিশুদেহের প্রকৃত নিরাময় সম্পাদন করতে হলেও কেবলমাত্র তার স্থূল দেহটিরই নয়, দেহের কারণ স্বরূপ মূল শক্তির সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। স্থূলশরীরের কারণ স্বরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি যা আর্যঋষিদের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তা এখানে উল্লেখ করছি।

শিশুদেহ সৃষ্টির উৎস (Sources of the manifested Child Body)

শিশুর জড়দেহ সৃষ্টির উৎস একটি গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ ঘটনা। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিদেবীর সুনির্পূন কলাকৌশলে (Technology) এই সৃষ্টিকার্য্য সুশৃঙ্খল ধারায় অব্যাহত রয়েছে। শাস্ত্রে ও বলা হয়েছে 'প্রকরোতি সর্বম্ ইতি প্রকৃতি।'— অর্থাৎ জগতের সব কিছু যিনি সৃষ্টি করেন, সমস্ত সৃষ্টি যার কৌশলে পরিচালিত, তিনিই প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি মাতার শিশুদেহ রচনার টেকনিক টা একটু বলি।

শিশুদেহ রচনার আদি কারণ জগৎ সৃষ্টি
(Principle Cause of human manifested body is the Entire universe)

পরমাত্মা জীবাত্মা ও সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে মনুষ্য শরীর রচিত। পরমাত্মা অনাদি অনন্ত ও গুনাতীত, তাতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইভাব লীন অবস্থায় থাকে। পুরুষ নির্গুন সৎচিৎ আনন্দময়, নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষীস্বরূপ। প্রকৃতি শক্তিভূতা ও গুনময়ী। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুনের সহায়তায় তিনি গুনাতীত নিস্ক্রীয় পুরুষকে আশ্রয় করে তার যাবতীয় সৃষ্টি গড়ে তোলার জন্য বারে বারে আবির্ভূত ও সক্রিয় হতে বাধ্য করেন। তাই সৃষ্টির যাবতীয় অংশেই পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

সত্বগুন আত্ম অনুভূতির মূল স্পন্দন স্বরূপ। রজগুন ক্রিয়াশক্তির মূল স্পন্দন স্বরূপ। রজগুনের সহায়তাই প্রকৃতিদেবী সমস্ত সৃষ্টিগড়েন এবং ভাঙ্গেন।.আর তমগুন হল ক্রিয়াশক্রি কার্য্যরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত শক্তির রূপ সৃষ্টির আবেগ বা মূল স্পন্দন স্বরূপ। প্রকৃতির এই তমগুন থেকেই পঞ্চভূতের উৎস স্বরূপ ক্রমস্থূল পাঁচটি তন্মাত্রের উদয় হয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র আবার ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পাঞ্চভৌতিক উপাদানের উৎস রূপে এদের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রকৃতি এই পঞ্চতন্মাত্রের (Source of five elements) সহায়তায় এদের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ পঞ্চমহাভূতাত্মক অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ রচনা করেন এবং এই মহাভূতাত্মক জগৎই স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে ভূতাত্মক জগৎ অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত হাজার হাজার সৌরজগৎ সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এটাই প্রকৃতির সামগ্রিক জগৎ (Entire Universe) রচনা।

সুতরাং সৃষ্টি প্রধানতঃ সাতটি স্তরে বিভক্ত। গুনাতীত পরমাত্মাকে আশ্রয় করে গুণময়ী প্রকৃতির সৃষ্টি প্রথম স্তর (First Step) দিব্যচেতনা বা বিশ্বচেতনা (Total or Universal Consciousness) তার এই দিব্যচেতনার মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টির (Entire Creation) মূল রোপিত। এর থেকেই সমগ্র সৃষ্টির বাসনার উদ্ভব। এই স্তরে তিনি সত্বগুন সম্পন্না।

সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর প্রকৃতির সমগ্র জগৎ (Entire Universe) সৃষ্টি করার আকুতি বা ইচ্ছাশক্তি (Willforce) এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই চেতনাময়ী প্রকৃতি সমগ্র সৃষ্টির বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হন। এই স্তরে তিনি রজগুন সম্পন্না। তিন গুনের সাম্যতা নিস্কাম বা অব্যাক্ত অবস্থা। সৃষ্টির প্রথম স্তরে সত্বগুনের আধিক্য বশতঃই তাতে বিশ্বচেতনার অভ্যুদয়। সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তরে সত্বগুনময়ী প্রকৃতিতে বিশ্বসৃজনের চেতনাকে কার্য্যে পরিণত করার তীব্র ইচ্ছা শক্তির আবির্ভাব ঘটে এই ইচ্ছাশক্তি (Universal Willforce) দ্বারাই প্রকৃতি জগৎ সৃজন বাসনা চরিতার্থে প্রবৃত্ত হন।

সৃষ্টির তৃতীয়স্তর শব্দ তন্মাত্র (Source of Ether Element, Sound Tanmatra) জগৎসৃষ্টির দ্বিতীয়স্তরস্থিত প্রকৃতিতে দিব্যচেতনা (Universal Consciousness) ও দিব্য ইচ্ছাশক্তি (Universal Willpower) আবির্ভূত হয়। দিব্যচেতনায় সত্বগুনের প্রকাশ এবং দিব্য ইচ্ছাশক্তিতে রজগুনের আধিক্য। সত্বগুন আত্মশক্তি বা চিন্তাশক্তির মূল স্পন্দন ও রজগুন ক্রিয়াশক্তির মূল স্পন্দন। তাই এই অবস্থায় সত্বগুনময়ী প্রকৃতির জগৎ রচনার চিন্তা বা প্ল্যান পরিকল্পনা সমূহের রজক্রিয়া অর্থাৎ বাস্তবায়িত করনের সূক্ষ্ম কর্ম্ম চলতে থাকে, প্রকৃতির এই স্তরে তমগুন অনুপস্থিত, অরূপ শক্তির রূপ সৃষ্টির প্রবেগ বা ক্রিয়া শক্তির কার্য্যরূপকে তমোগুন বলে। এই জন্যই তমোগুনের অভাবে দ্বিতীয়স্তর পর্য্যন্ত সৃষ্টিক্রিয়া অব্যক্ত বা অপকট অবস্থায় থাকে। এই অরূপ সৃষ্টিকে রূপদানের নিমিত্ত সত্ব রজঃ গুনময়ী প্রকৃতিতে তমোগুনের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতির এই তম অংশ থেকেই পঞ্চ তন্মাত্রের উদ্ভব (Source of five Elements) এই পঞ্চ তন্মাত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ পঞ্চমহাভূতের

সহায়তায় প্রকৃতি অপ্রকটিত সৃষ্টিকে রূপদান করতঃ সূক্ষ্ম পাঞ্চমহাভৌতিক জগৎ রচনা করেন। এই মহাভৌতিক জগৎই ক্রমশঃ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগতে পরিণত হয়।

সুতরাং সৃষ্টির তৃতীয়স্তরে পুরুষকে আশ্রয় করে পঞ্চতন্মাত্রের প্রথম তন্মাত্র 'শব্দ' (Source of Ether Elen\ment) তন্মাত্রের সহায়তায় দিব্য চেতনা ও ইচ্ছাময়ী প্রকৃতি এই তন্মত্রের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ সৃষ্টির কারণ রূপী ব্যোম মহাভূত অর্থাৎ মহাকাশ সৃষ্টি দ্বারা অব্যক্ত অরূপ সৃষ্টিকে বাস্তব রূপদানে প্রবৃত্ত হন।

সৃষ্টির চতুর্থস্তর স্পর্শতন্মাত্র (Touch or feelings Tanmatra, Source of gases Elements or air) ঃ ব্যাপক এবং অনুভূতিরও অতীত শব্দ তন্মাত্র আরও ঘনীভূত বা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হলে অনুভূতিযোগ্য স্পর্শ তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। স্পর্শ তন্মাত্রের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ মরূৎ মহাভূত (Gases elements). তাই সৃষ্টির চতুর্থস্তরে স্পর্শতমাত্রের সহায়তায় সৃষ্টির ধারকরূপী অনুভূতিরও অতীত ব্যোম মহাভূত বা অখণ্ড মহাকাশ অধিকতর স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে অনুভূতি যোগ্য মরূৎ মহাভূতের (গ্যাসীয় বা বায়বীয়) উদ্ভব ঘটে।

সৃষ্টির পঞ্চমস্তর রূপ তন্মাত্র (Source of five or lighting elements.) অপ্রকটিত এবং দর্শনের অতীত স্পর্শ তন্মাত্রকে আরও অধিক স্থূলত্ব সম্পাদন করে প্রাকৃতিক সৃষ্টির পঞ্চমস্তর হল প্রকাশ্যযোগ্য বা দর্শন যোগ্য রূপ তন্মাত্র। রূপ তন্মাত্রের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ তেজমহাভূত। তাই সৃষ্টির পঞ্চমস্তরে রূপ তন্মাত্রের সহায়তায় অপ্রকটিত ও দর্শনাতীত মরুৎ মহাভূত আরও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে তেজ বা অগ্নি মহাভূতের সৃষ্টি। সৃষ্টির এই স্তরেই অপ্রকটিত সৃষ্টি প্রথম প্রকটিত হয় অর্থাৎ দর্শন যোগ্য রূপ গ্রহন করে।

সৃষ্টির ষষ্ঠস্তর রস তন্মাত্র (Source of liquid elements, Test Tanmatra). আস্বাদনাতীত রূপ তন্মাত্র আরও ঘনীভূত ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হলে স্বাদ গুন যুক্ত রস তন্মাত্রের উদ্ভব ঘটে। রস তন্মাত্র অপ মহাভূতের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ তাই সৃষ্টির ষষ্ঠস্তরে রস তন্মাত্রের সহায়তায় অপ্রকটিত সৃষ্টির প্রকটিত স্তর তেজমহাভূত অধিকতর স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে অপ্ মহাভূতের (জলীয় উপাদন) উদ্ভব ঘটে।

সৃষ্টির সপ্তম স্তর গন্ধ তন্মাত্র, (source of Solid Elements).

আঘ্রানাতীত রস তন্মাত্র আরও ঘনীভূত ও স্থূলত্ব প্রপ্ত হলে গন্ধ তন্মাত্রের উদ্ভব ঘটে। গন্ধ তন্মাত্র ক্ষিতি মহাভূতের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই সৃষ্টির সপ্তম স্তরে গন্ধ তন্মাত্রের সহায়তায় আঘ্রানাতীত তরলীভূত অপ মহাভূতের অধিকতর ঘনীভূত ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত অবস্থা থেকে ক্ষিতি মহাভূতের এই স্তরে অবস্থিত প্রতিটি সূক্ষ পদার্থের চেতনা বা ইচ্ছাই প্রকৃতির অনুরূপ অর্থাৎ অভ্যুদয় ক্ষিতিমহাভূত প্রকৃতির সার্বিক সূক্ষ্মজগৎ (thine entire Universe) রচনার চরম অবস্থা, প্রাকৃতিক সৃষ্টির (creation) ক্ষিতি মহাভৌতিক জগতে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র উদ্ভিদ কীট, পতঙ্গ জীব জড় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সুপ্তভাবে অপ্রকটিত অবস্থায় রয়েছে। চেতনাময়ী (Universal Consciousness) প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে (Universal willforce) রচিত এই মহাভূতাত্মক সূক্ষ্ম জগৎই স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্থূল ভূতাত্বক জগতের উদ্ভব হয়েছে। পাঞ্চভৌতিক স্থূল জগতে দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই সূক্ষ্ম মহাভূতাত্মক প্রকৃতির স্থূল ভূতাত্মক অবস্থা, প্রকৃতি তার সৃষ্ট পদার্থের যে বস্তুতে ক্রিয়াশীল তাকে প্রাণী এবং যে বস্তুতে স্তব্ধ তাকে জড় বলা হয়।

প্রাকৃতিক সৃষ্টির অন্তর্গত যাবতীয় জীব বা জড়পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে এদের প্রত্যেককে জগৎ এর (Entire Universe) এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ও বলা যেতে পারে, কারন ত্রিলোক দিব্যচেতনা (স্বত্বগুন) দিব্যইচ্ছা (রজগুন) ও পঞ্চতন্মাত্র (তমগুন) বা সপ্তলোক নামে অভিহিত জগতের তিনটি বা সাতটি বৈশিষ্ট্য এদের সবার মধ্যেই উপস্থিত। মনুষ্য শরীর সৃষ্টির মূল কারন এই সপ্তলোকময় জগৎ রচনা, তাই সপ্তলোকে যা যা রয়েছে সেই সমস্তই মনুষ্য শরীরে বর্তমান তমগুনের ক্রম আধিক্যতা বশতঃ সমষ্টি মানুষ ক্রমশঃ ব্যষ্টিমানুষে বিভাজিত হয়ে মনুষ্যরূপ ধারন করছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুর সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহ (Human Subtle Body)

প্রকৃতিরচিত সপ্তলোক সমন্বিত বিশ্বজগতই শিশুর কারন শরীর নামে অভিহিত। বিস্বজগতে সূক্ষ্মরূপে মনুষ্যভাব লীন অবস্থায় থাকে। সপ্তলোকে যা যা রয়েছে মানবশরীরে তার সবই বর্তমান। কারন শরীরে সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমন্বিত যাবতীয় উপাদান সক্ষ্মরূপে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত রয়েছে। কারন শরীরই মানব কূলের আদি ও বিরাট শরীর। এটাই সমষ্টি গত মানব শরীর বলা যায়। প্রকৃতির বিভিন্ন ভাব ও ইচ্ছানুসারে এই বিরাট শরীর প্রকটিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যষ্টিশরীরে বিন্যস্ত হয় বিরাট শরীর থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত এই ব্যষ্টি শরীরকেই সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ দেহ বলে। বিরাট শরীরের প্রকৃতি অভেদ এবং সমষ্টিবুদ্ধি যুক্ত আর লিঙ্গশরীরের প্রকৃতি ভেদাত্মক ও ব্যষ্টিবুদ্ধি এবং কামনা মিশ্রিত ভেদবুদ্ধি শূন্য বিরাট শরীরের প্রকৃতি পরমাপ্রকৃতি এবং ভেদবুদ্ধি যুক্ত লিঙ্গশরীরের প্রকৃতিই জীবাত্মার প্রকৃতি।

লিঙ্গশরীরের স্বরূপ

জীবাত্মা স্থূলশরীর ধারন করা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রকৃতির পাঁচটি স্তর তাকে ভেদ করতে হয়। এই স্তরগুলি অতিক্রম করার সময় তার ওপর এক এক স্তরে এক এক প্রকার আস্তরন পড়ে, এই আস্তরন গুলিকে কোষ বলে। এর মধ্যে প্রথম চারটি কোষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং শেষ আস্তরন বা কোষর কারন স্বরূপ। সুতরাং এই প্রথম চার প্রকারের সূক্ষ্মকোষ সমন্বিত জীবাত্মার সূক্ষ্ম অবস্থাই লিঙ্গশরীরের প্রকৃত স্বরূপ। এই লিঙ্গ শরীরই পঞ্চম কোষের কারন স্বরূপ। পঞ্চমকোষ বা স্থূল শরীরের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

প্রকৃতির জগৎ পরিচালনার মাধ্যম হল গ্রহ নক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষন শক্তি। সপ্তলোক সমন্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রথম (Universal Willforce) এমন ভাবে সৃষ্ট যে বিরাট শরীরান্তর্গত ভেদবুদ্ধি শূন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন একটি অংশও যদি ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ে তবে প্রকৃতিদেবীর ক্রিয়া কৌশলে তৎক্ষনাৎ ঐ অংশ বিরাট শরীর থেকেবিচ্যুত হয়ে সপ্তলোকান্তর্গত সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত গ্রহনক্ষত্রাদির আকর্ষন বিকর্ষনের প্রভাবাধীনে চলে আসে। পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সমন্বিত আমরা যে সৌরজগতের বাসিন্দা সপ্তলোকের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে স্থূল জগৎ, অনুরূপ ক্রম-সূক্ষ্ম আরও ছয়টি সৌরজগৎ বর্তমান। সপ্তলোকের প্রতিটি লোকই ক্রমশঃ পূর্ববর্তীলোকের অনুরূপ এবং স্থূলসংস্করন বলা যায়। অসংখ্য নীহারিকা, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত সৌরজগতের চৌম্বকীয় প্রভাবে আসার পর বিরাট শরীর চ্যুত অনু বা অংশগুলি সৌর মন্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষনের দ্বারা স্বীয় ব্যষ্টিগত (Indivisual willpower) ও কর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ ক্রমস্থূল জগতের দিকে এগিয়ে যায় এবং আপন আকাঙ্খা পরিপূরনের উপযোগী উপাদান এই গ্রহনক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষনের আনবিক প্রভাবেই সংগঠিত হয়।

সপ্তলৌকিক সৃষ্টির প্রধান সাতটি স্তরকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রকৃতি প্রতিটি স্তরের কর্নাধার রূপে একেকটি গ্রহ রচনা করেছেন। এই সাতটি প্রধান গ্রহই কেন্দ্রবিন্দু রূপে আপন আপন স্তরের ক্রিয়াকর্ম্ম যথাযথ রূপে পরিচালনা করে। লিঙ্গ শরীরের প্রকৃতি এবং কর্ম্ম অনুসারে জীবাত্মাকে সঠিকভাবে চালিত করতে এই সাতটি গ্রহের ভূমিকাই প্রধান। নভঃমন্ডলে এই সাতটি ছাড়া আরও অনেক গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের সকলের স্বতন্ত্র ভূমিকাও রয়েছে কিন্তু এই সাতটি গ্রহের ভূমিকাই প্রাকৃতিক নিয়মের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য জীব, জড় বা উদ্ভিদাদি প্রাকৃতিক সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থেরই সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষন পরীক্ষণ দ্বারা বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে সর্বত্রই এই সাতটি প্রধান গ্রহের প্রভাব স্বরূপ সাতটি প্রধান ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তলোকে গ্রহদের স্থান

এই সাতটি প্রধান গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি গ্রহের (JUPITER) প্রভাবই সবচেয়ে সূক্ষ্ম। তাই সৃষ্টির আদিস্তর সমষ্টিবুদ্ধি বা সার্বিক চেতনা (Universal Consciousness) বৃহস্পতি গ্রহের পরিচালনাধীন। বৃহস্পতির পরেই বুধের স্থান। বুধ বিদ্যা জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তির কারক। তাই সপ্তলোকের দ্বিতীয় লোক সার্বিক ইচ্ছাশক্তি (Universal Willforce) বুধগ্রহের (MERCURY) পরিচালনাধীন। বুধের পরেই চন্দ্রের স্থান। ইচ্ছা শক্তি ফলবতী করার জন্য তমগুন থেকে উদ্ভূত পাঁচটি তন্মাত্র এবং প্রতিটি তন্মাত্রের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ পাঁচটি মহাভূতের প্রয়োজন। এই পঞ্চ তন্মাত্রের প্রথম তন্মাত্র শব্দ তথা ব্যোম মহাভূত চন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত দ্বিতীয় তন্মাত্র স্পর্শ তথা মরুৎ মঙ্গল গ্রহ দ্বারা তৃতীয় তন্মাত্র রূপ তথা তেজ মহাভূত রবি গ্রহ দ্বারা, চতুর্থ তন্মাত্র রস তথা অপ্‌মহাভূত শুক্র গ্রহদ্বারা এবং পঞ্চম তন্মাত্র গন্ধ তথা ক্ষিতি মহাভূত শনি গ্রহ কর্তৃক পরিচালিত।

জীবাত্মা স্থূলশরীর ধারন করা পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে চারটি স্তর তাকে অতিক্রম করতে হয় ঐ স্তরগুলির প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট গ্রহ দ্বারা পরিচালিত। প্রতিটি স্তর ভেদ করার সময় জীবাত্মাতে যে বিভিন্ন প্রকারের আস্তরন বা কোষের উদয় হয় তা ঐ স্তরের অধিপতি গ্রহের আনবিক আকর্ষন বিকর্ষনেরই ফল। গ্রহনক্ষত্র বৃন্দের পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষনের সূক্ষ্ম প্রভাবেই সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত। এদের এই সূক্ষ্ম প্রভাবকেই বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature). এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ সৃষ্টি পরিপুষ্টি ও লয়প্রাপ্তির আবর্তে ঘূর্ণয়মান জীবাত্মা স্থূলশরীর ধারন করার পথে প্রাকৃতিক এই ঘূর্নয়মান আবর্তে পতিত হয়ে কিভাবে ক্রমে ক্রমে চারটি সূক্ষ্ম কোষ দ্বারা আবৃত হয় এবং শেষে স্থূল আবরনে আচ্ছাদিত হয়ে প্রকৃতিক নিয়মের ফাঁদে কিভাবে নিপতিত হয় তা এখানে আলোচনা করছি।

লিঙ্গদেহের প্রথম চারটি কোষ

১। আনন্দময় কোষ

লিঙ্গদেহের প্রথম আবরণ আনন্দময়কোষ বিরাটশরীরস্থ কোন অংশ (পরমানুথেকেও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, বাস্তব পদার্থ নয়, ইনিই জীবাত্মা) ব্যষ্টিবুদ্ধি ভাবাপন্ন হলে তার কম্পানাঙ্ক থেকে কিছুটা স্থূল হয়ে পড়ে। বিরাট্ শরীরের কম্পানাকের নিকটতম এবং পরবর্তী স্থূল কম্পনাঙ্কযুক্ত অবস্থা হল সৃষ্টির আদিস্তর চেতনাময় স্তর (Individual Consciousness) বা আনন্দময় অবস্থা। এই স্তরের প্রধান নিয়ন্ত্রন কর্তা বৃহস্পতি গ্রহ। আপন স্থূলত্ব বৃদ্ধির ফলে বিরাট শরীরস্থ ঐ অংশ যখন বৃহস্পতির নিয়ন্ত্রনাধীন চেতনাময় (আনন্দময়) স্তরের কম্পনাঙ্কের অধিক নিকটতম কম্পনাঙ্কযুক্ত হয়ে পড়ে তখন বৃহস্পতির চৌম্বকীয় আকর্ষনে আকর্ষিত হয়ে সে বিরাট শরীর থেকে বিচ্যুত হয়ে আনন্দময় স্তরে নিপতিত হয়, ফলে বৃহস্পতির আকর্ষন বিকর্ষনের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়ে পড়ে। বৃহস্পতি চেতনা, আনন্দ ও মায়ার কারক। তাই এই স্তরস্থ বৃহস্পতির ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের পারস্পরিক আকর্ষন বিকর্ষণের সূক্ষ্ম প্রভাবে জীবাত্মাতে একটি মায়াযুক্ত আনন্দময় চৈতন্যাত্মক কোষের আবির্ভাব ঘটে। বৃহস্পতির নিকটতম কম্পনাঙ্কযুক্ত জীবাত্মার এই প্রকার মায়াযুক্ত চেতনাময় আবরনকে আনন্দময় কোষ বলে।

২। বিজ্ঞানময় কোষ

লিঙ্গদেহের দ্বিতীয় আবরন বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় স্তরের কম্পনাঙ্কের পরবর্তী নিকটতম কম্পনাঙ্কযুক্ত স্তর বিজ্ঞানময় স্তর। এই স্তরের অধিপতি গ্রহ বুধ। তীব্র ইচ্ছাশক্তি (Individual Willforce) ধীশক্তি বা জ্ঞান বিজ্ঞান বুধেরই আয়ত্ত্বাধীন। তাই প্রথমস্তর স্থিত অর্থাৎ আনন্দময় কোষাচ্ছাদিত জীবাত্মার মায়াময় চেতনা কিছুটা প্রকট হলে সে অপেক্ষাকৃত স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে তার কম্পনাঙ্ক বৃহস্পতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থূলত্বপ্রাপ্ত হয়ে বুধের কম্পনাঙ্কের নিকটতম কম্পনাঙ্কযুক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বুধের আকর্ষনে সে বিজ্ঞানময় স্তরের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। তাই এই স্তরের বুধ কেন্দ্রীক গ্রহ নক্ষত্র বৃন্দের পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রভাবে জীবাত্মার আনন্দময় কোষের উপরে বিজ্ঞানময় কোষের একটি আস্তরন পড়ে। এর ফলস্বরূপ তার প্রকৃতিতে তীব্র বুদ্ধি বা চরম ইচ্ছা শক্তি (Individual Willforce)'র আবির্ভাব ঘটে। বুধের প্রভাবে আনন্দময় কোষযুক্ত জীবাত্মার উপর ব্যষ্টিবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিযুক্ত বিজ্ঞানময় আস্তরনকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। এটাই লিঙ্গশরীরের দ্বিতীয় স্তর।